লোক-প্রশাসনে আমলাতন্ত্রের জবাবদিহি ঃ আধুনিক ও ইসলামী পদ্ধতি*

ভূমিকা

উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশসমূহে অর্থলগ্নি সংস্থাসমূহের সমন্বয়কারী সংগঠন বিশ্বব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশের উপর প্রকাশিত এক রিপোর্টে গভীর উদ্বেগের সাথে উল্লেখিত হয়েছে যে, "The government agencies are unresponsive to people's needs and the citizens lack effective means of obtaining redress when officials abuse their power..." [১]। আধুনিক বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল সকল প্রকার দেশেই সরকারী নীতিসমূহ কার্যকরণের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে একদল সুসংগঠিত কর্মী বাহিনী। লোক-প্রশাসন হচ্ছে পদসোপান ভিত্তিক সংগঠিত এসকল সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিধিবদ্ধ কর্ম প্রক্রিয়া । এই কর্ম প্রক্রিয়ার চারটি প্রধান পর্যায়ক্রমের মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে ঃ 'পরিকল্পনা প্রণয়ন', কর্মচারীদের 'সংগঠিতকরণ', 'পরিচালনা' ও 'মূল্যায়ণ' [২]। পরিকল্পনার মাধ্যমে নির্ধারিত হয় লোক-প্রশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যথানিয়মে কর্মচারীদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও পরিচালনার পর স্বভাবতঃই প্রশ্ন আসে, পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত লক্ষ্য (জনস্বার্থ সংরক্ষণ বা জনগণের কল্যাণ) অর্জিত হচ্ছে কি? লোক-প্রশাসকগণ যথাযথভাবে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করছেন কি? জনগণ প্রশাসনের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সেবা ও সরবরাহ পাচ্ছে কি? ইত্যাদি। এসকল বিষয় জানার জন্য লোক-প্রশাসনে মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মূল্যায়নের মাধ্যমে মূল পরিকল্পনা, সংগঠন ও নেতৃত্বে (কোন বিচ্যুতি ঘটে থাকলে) প্রয়োজনীয় সংশোধন বা পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রশাসন চক্রকে সঙ্গতিপূর্ণ করে পুনরাবৃত্তি করা হয়। এমনকি, বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালনাকারী স্বয়ং *আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন*ও উল্লেখ করেছেন যে, তিনি প্রতি মুহূর্তে (মূল্যায়ণের মাধ্যমে) তাঁর (পূর্ব) পরিকল্পনা রূপায়নে রত (*আল-কুরআন*, ৫৫ঃ২৯)। Garry Dessler-এর মতে, মূল্যায়ণ প্রক্রিয়ায় প্রধানতঃ তিনটি ধাপ সন্নিহিত ঃ ১) কাজের মান নির্ধারণ; ২) উক্ত মানের বিপরীতে কর্ম পরিমাপ; এবং ৩) নির্ধারিত মান থেকে কোন বিচ্যুতি ঘটলে তার সংশোধন [৩]। বক্ষ্যমান নিবন্ধে লোক-প্রশাসনকে জনমুখীকরণ বা জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল বা জবাবদিহি করার ব্যাপারে আধুনিক সমাজে প্রচলিত ব্যবস্থার পাশাপাশি, ইসলামী পদ্ধতিও তুলে ধরার প্রচেষ্টা থাকবে।

লোক-প্রশাসনে মূল্যায়নের সমস্যা

উৎপাদিত পণ্য বা সেবার পরিমাণ, গুণাগুণ, সময় অথবা লাভ খরচের মানদন্ডে ব্যক্তিগত বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্ম মূল্যায়ণ সম্ভবপর হলেও এসকল মানদন্ডে সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত অলাভজনক সামাজিক সেবামূলক কর্ম যেমনঃ শিক্ষা,চিকিৎসা ও সমাজ কল্যাণ ইত্যাদির মূল্যায়ন অনেক সময় সম্ভবপর হয়না। এজন্য লোক-প্রশাসনে সরকারী আমলাদের নিয়ন্ত্রণ বা জবাবদিহিতার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে যাতে তাঁরা কর্তব্যকর্মে দায়িত্ববান থাকেন [৪]। এই প্রেক্ষিতে প্রশাসনিক জবাবদিহিতার সবচাইতে বিস্তৃত ও কালজয়ী সংজ্ঞা প্রদান করেছেন L.D.White। White-এর মতে, জবাবদিহিতা হচ্ছে, "সাংবিধানিক,সংবিধিবদ্ধ, প্রশাসনিক এবং বিচার সংক্রান্ত বিধিমালা ও পূর্ব দৃষ্টান্ত এবং প্রতিষ্ঠিত প্রয়োগ আচরণ যার মাধ্যমে সরকারী কর্মকর্তাদেরকে তাদের সরকারী কর্মের জন্য জবাবদিহি করা যায়" [৫]। উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন লোক-প্রশাসনবিদ্ লোক-প্রশাসনের মূল্যায়ণ প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ, দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহি ইত্যাদি বিভিন্ন নামেও অভিহিত করেছেন। অবশ্য এই আলোচনায় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিকে প্রায় সমার্থক হিসাবে ধরা হয়েছে।

---

*সৌজন্যেঃ *জার্ণাল অব ইসলামিক এড্‌মিনিস্ট্রেশন*, ভল্যুম ৪-৫,নং-১,১৯৯৮-৯৯,পৃ.৭৬-৮৮।

সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রসমূহের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সরকারের ভূমিকা সম্প্রসারিত হবার সাথে সাথে, সরকারী নীতি প্রণয়ন ও নাগরিক জীবনে লোক-প্রশাসন তথা আমলাতন্ত্রের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। এই পরিস্থিতিতে,একদিকে সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির প্রবণতা রোধ এবং অপরদিকে, নাগরিক সাধারণের সাথে আচরণে আমলাদের স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধকল্পে, লোক-প্রশাসনের উপর একটি কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রাখা আধুনিক গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক *চ্যালেঞ্জ*। গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত অর্থই হচ্ছে, জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালিত হবে দেশের সরকার ও প্রশাসন ব্যবস্থা। কিন্তু মূল সমস্যা হচ্ছে, কিভাবে একটি সুসংবদ্ধ আমলাতন্ত্রকে বিস্তৃত পরিসরে অসংগঠিত জনসাধারণের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে অথবা জনস্বার্থ পরিপন্থী কোন আচরণ থেকে বিরত রাখা যায়? এই সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে তত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে প্রশাসনিক জবাবদিহিতা বিষয়ক নানা বিতর্ক।

লোক-প্রশাসনে জবাবদিহির ব্যাপারে তাত্ত্বিক বিতর্ক ঃ-'যুক্তিবাদী তত্ত্ব' বনাম 'পদসোপান তত্ত্ব'

লোক-প্রশাসনে জবাবদিহির ব্যাপারে বহুল আলোচিত দু'ধরনের মতবাদের মধ্যে একটি হচ্ছে, "যুক্তিবাদী তত্ত্ব" (Rationalist theory);এবং অপরটি হচ্ছে,"পদসোপান তত্ত্ব"(Hierarchical theory)[৬]। "যুক্তিবাদী তত্ত্বের" বক্তব্য হচ্ছে, সরকারী কর্মকর্তাগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে তাঁদের পেশাগত নৈতিকতা ও ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ দায়িত্ববোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়ে থাকেন। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত *সিভিল সার্ভেন্টসদের* পেশাগত মান ও নৈতিক মূল্যবোধ তাঁদের মধ্যে এক ধরণের প্রশাসনিক সংস্কৃতি গড়ে তোলে, যা তাঁদেরকে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করে। তাঁরা সচেতনভাবে নিজেদের কর্মের মূল্যায়ণ নিজেরাই করেন এবং এভাবে তাঁরা সংগঠনের লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারে অবদান রেখে আত্মতৃপ্তি লাভ করে থাকেন।

অপরদিকে,"পদসোপান তত্ত্বের" প্রবর্তকগণ সরকারী আমলাদের আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলার উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। এই তত্ত্বের বক্তব্য হচ্ছে, ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ দায়িত্ববোধ পর্যাপ্ত নয়। কেননা অনেক সময় দেখা যায়, সরকারী প্রশাসকগণ প্রশাসনকর্মে স্ববিবেচনা প্রয়োগের ক্ষেত্রে জনস্বার্থ এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে পরস্পর বিরোধী চেতনার সংঘাতে পড়েন [৭]। অতএব,আমলাদের দায়িত্বপূর্ণ আচরণ নিশ্চিতকরণ এবং ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম রোধকল্পে কিছু বাহ্যিক শক্তিকে নিয়োজিত করা প্রয়োজন [৮]।

সরকারী প্রশাসনের উপর বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের প্রকারভেদ

সরকারী প্রশাসন বা প্রশাসকের উপর নিয়ন্ত্রণ অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দু'ধরনের হতে পারে। প্রশাসনিক সংগঠনের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে কর্তৃত্বের পদসোপান ভিত্তিক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অধঃস্তনের কার্যকলাপ পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান; বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন প্রণয়ন; *রুলস অব বিজনেস; সেক্রেটারিয়েট ইন্সট্রাকশন* ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রণীত শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধির প্রয়োগ; হিসাব নিরীক্ষণ; অধঃস্তন কর্তৃক উর্ধ্বতনের কাছে নির্দিষ্ট সময়ের পর পর কার্যবিবরণী প্রেরণ এবং 'প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল'[৯] ইত্যাদি।

লোক-প্রশাসনের উপর বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট মাধ্যম হচ্ছে, প্রশাসনিক সংগঠনের উপর আইন সভা ও বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ। একে শাসনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণও বলা হয়ে থাকে। আইন বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে সংসদে প্রশ্নোত্তর, বাজেট অনুমোদন ও *অডিট রিপোর্ট* পর্যালোচনা এবং সংসদীয় কমিটি (Public Accounts Committee, Committee on Public Undertakings, Committee on Estimates Ges Committee on Government Assurances) গঠনের মাধ্যমে প্রশাসনিক কার্যক্রমের মূল্যায়ন। এছাড়াও রয়েছে 'ন্যায়পাল'[১০] প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে উত্থাপিত নাগরিকদের অভিযোগ পর্যালোচনা ও প্রতিকারের ব্যবস্থা। আইন বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণের আওতায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল বিভাগীয় দপ্তর ও পরিদপ্তরে কর্মকর্তাদের কার্যকলাপের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে আইনসভার নিকট জবাবদিহি করতে হয়।

অপরদিকে, সরকারী প্রশাসকগণ কর্তৃক তাদের উপর ন্যস্ত ক্ষমতার অপব্যবহার তথা নাগরিকদের অধিকারে অন্যায়, অবৈধ বা অযথা হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় প্রতিকারের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রীট ব্যবস্থা যেমন, হুকুমজারি (গধহফধসধৎ),বন্দি প্রদর্শন (Habeas Corpus), উৎপ্রেষণ (Certiorari),কারণ দর্শাও (Co-warranto) এবং নিষেধাজ্ঞা (Injunction) প্রভৃতি।

এছাড়াও প্রশাসনের উপর অনানুষ্ঠানিক বা অতিরিক্ত শাসনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে সংবাদপত্র, বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী, রাজনৈতিক দলসমূহ ও জনমত এবং ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রভাব ইত্যাদি।

প্রশাসনের উপর আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণের সীমাবদ্ধতা

বলা হয়ে থাকে যে, সরকার আসে ও যায়, কিন্তু আমলাতন্ত্র বা লোক-প্রশাসন টিকে থাকে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণ নির্বাচিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীবর্গ ও সাংসদগণ এবং এমনকি, স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের (স্থানীয় সরকার) প্রধান ও সদস্যগণ রাজনৈতিক ব্যস্ততা ও প্রশাসনিক অনভিজ্ঞতার কারণে, দৈনন্দিন প্রশাসনের খুঁটি নাটি কাজের জন্য সরকারী আমলাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। উপরন্তু, আমলাতন্ত্রকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাংসদগণের উদাসীনতা এবং এমনকি, নাগরিক প্রতিরক্ষামূলক রক্ষাকবচসমূহ (যেমন-**ন্যায়পাল**) উপেক্ষিত হবার কারণে, সরকারী ক্ষমতা কার্যকরভাবে আমলাতন্ত্রের কাছেই থেকে যায়। এছাড়াও উন্নয়নশীল দেশের জনগণও সাংবিধানিকভাবে নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন নয় বলে, সরকারী আমলারাও জনগণের প্রতি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করেন না। এ প্রসঙ্গে জার্মান পন্ডিত গধী ডবনবৎ বলেন, "In a modern state, the actual ruler is necessarily and unavoidably the bureaucracy." [১১]। উন্নত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং চাকুরির স্থায়িত্ব, কর্ম অভিজ্ঞতা ও পরিস্থিতিগত কারণে, জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বহুবিধ বিষয়ে সরকারী আমলাগণ স্ববিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্ত (Administrative discretion) প্রদান করে থাকেন। গণতান্ত্রিক সংবিধানে জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস বলে ঘোষণা দেওয়া হলেও কিন্তু জনগণের সেবক হিসাবে পরিগণিত লোক-প্রশাসকদেরকে সরাসরি জনগণের নিকট জবাবদিহি করার কোন কার্যকর কৌশল আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে প্রচলিত লোক-প্রশাসন ব্যবস্থায় নেই।

পূর্বোল্লিখিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় মন্ত্রীপরিষদের সমষ্টিগত জবাবদিহিতার (ঈড়ষষবপঃরাব ৎবংঢ়ড়হংরনরষরঃু) আড়ালে এবং লোক-প্রশাসকদের রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা (Political neutrality) ও বেনামীর (Anonymity) ছদ্মাবরণে, সরকারী আমলাগণ জনগণের নিকট সরাসরি জবাবদিহি করা থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করেন [১২]। এর উপর আবার বাংলাদেশের মত নব স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহে প্রচলিত রয়েছে, *অফিসিয়াল সিক্রেটস এ্যাক্ট* ও *গভর্ণমেন্ট সার্ভেন্টস কনডাক্ট রুলস*, ১৯৭৯-এর মত উপনিবেশিক শাসন আইন যা প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির জন্য প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে প্রয়োজনীয় অবাধ সংবাদ প্রবাহের মত অত্যাবশ্যকীয় প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে রেখেছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরি সরকারী আমলাদেরকে তাদের কাজের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করা সম্ভবপর হয় না। বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের শক্তিশালী অবস্থানের কথা আলোচনা করতে গিয়ে জনৈক লোক-প্রশাসনবিদ্ এমন মন্তব্য ও করেছেন যে, "বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রই কেবলমাত্র আমলাতন্ত্রের একমাত্র কার্যকর নিয়ন্ত্রক, না সংসদ, না রাষ্ট্রপতি, না মন্ত্রী--কেহই আমলাতন্ত্রের কার্যকর নিয়ন্ত্রক নন। ফলে আমলাতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রণহীন" [১৩]। তাই কোন কোন লোক-প্রশাসন বিশেষজ্ঞের মতে, লোক- প্রশাসকদের নিয়ন্ত্রণের জন্য শুধু প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পর্যাপ্ত নয়। এটাকে কার্যকর করার জন্য প্রশাসকদের মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতা সৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে। সহজ কথায় বলতে গেলে, সাম্প্রতিককালে লোক-প্রশাসন বিশেষজ্ঞগণ সরকারী কর্মকর্তাদের প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহির পাশাপাশি, তাদের মধ্যে সমাজ সচেতনতা সৃষ্টি ও নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করার ওপর বিশেষভাবেও গুরুত্ব আরোপ করেছেন [১৪]।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সরকারী আমলাদের জন্য একটি কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য "পদসোপান তত্ত্ব" ও "যুক্তিবাদী তত্ত্বের" যৌথ প্রয়োগ অপরিহার্য। কিন্তু এর পরও আজ অবধি যে জটিল সমস্যাটির উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়নি সেটি হচ্ছে, *সিভিল সার্ভেন্টসদেরকে* কিভাবে সরাসরি জনগণের কাছে জবাবদিহি করা যায় ? সরকারী আমলাদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগও উত্থাপিত হয়ে থাকে যে, তারা প্রায়শঃই আনুষ্ঠানিকতার বাড়াবাড়ি করেন এবং জনগণের অসুবিধা ও অনুভূতির প্রতি সহানুভূতিশীল নন। তাই কোন কোন আধুনিক লোক-প্রশাসনবিদ্ মনে করেন যে, লোক- প্রশাসক্দের মাধ্যমে 'লোকস্বার্থ সংরক্ষণ' নিশ্চিত করতে হলে তাদের ব্যাপারে *ক্লায়েন্ট* বা সেবা গ্রহীতা জনগণের মতামত যাচাই করা প্রয়োজন।[১৫]

ইসলাম ও জবাবদিহি

ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থায় উপরোক্ত উভয়বিধ ব্যবস্থার সমন্বিত প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। ইসলাম হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র কর্তৃত্ব ও রসুল (সঃ)-এর নেতৃত্বের প্রতি মানুষের আনুগত্যের ভিত্তিতে পরিচালিত একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এতে রয়েছে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিধিমালা সম্বলিত মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন পরিচালনার পথ নির্দেশনা ও বাস্তব উদাহরণ । পরলৌকিক মুক্তির পথ সুগম করার সাথে সাথে, ইসলামে রয়েছে মানুষের ইহলৌকিক মঙ্গল ও উন্নতির সুস্পষ্ট পথ নিদের্শনা। পবিত্র *কুরআনে* বলা হয়েছে ঃ *"আল্লাহ্ যাহা তোমাকে দিয়াছেন তা দ্বারা পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান কর, ইহলোকে তোমার বৈধ সম্ভোগকে তুমি উপেক্ষা করিওনা ; তুমি (অন্যের প্রতি)*

সদাশয় হও, যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদাশয়" (*সূরা কাসাস, ২৮ঃ ৭৭*)। সাথে সাথে আল্লাহ্ মানুষকে সার্বক্ষণিকভাবে এই দোয়া করার উপদেশ দিয়েছেন যে, *"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালের কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদিগকে (পরকালে) অগ্নি যন্ত্রণা হইতে রক্ষা কর"* (*সূরা বাকারা, ২ঃ২০১*)।

তাওহীদ, রিসালাত ও *আখিরাত* হচ্ছে ইসলামী জীবনাচরণের মৌলিক ভিত্তি। এই বিধানের উপর ভিত্তি করে মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর উদ্যোগে সপ্তম শতাব্দীতে আরবের বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সত্য, ন্যায় ও কল্যাণকামী ইসলামী রাষ্ট্র ও এর বিস্তারিত প্রশাসন ব্যবস্থা।

ইসলামী প্রশাসনে জবাবদিহি পদ্ধতি

রসুল (সঃ) প্রবর্তিত ইসলামী সরকার ও প্রশাসন ব্যবস্থায় এবং পরবর্তীতে *খোলাফা'য়ে রা'শেদীনের* শাসনামলে, সরকারী কর্মকর্তাদেরকে তাদের কাজের জন্য **তিনভাবে** জবাবদিহি করার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল ঃ ক) অধঃস্তন সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কর্তৃক পদসোপান ভিত্তিক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহি করা; খ) সরাসরি জনগণের নিকট জবাবদিহি করা ; এবং গ) শেষ বিচারের দিন মহান প্রভূ আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে ব্যক্তির মধ্যে অভ্যন্তরীণ চেতনাবোধ সমুজ্জ্বল রাখার মাধ্যমে। নিম্নে এই **ত্রি-মুখী জবাব- দিহির** ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রদান করা হল।

ক) ইসলামী প্রশাসনে স্তর ভিত্তিক কর্তৃত্ব কাঠামো অনুমোদিত । পবিত্র *কুরআনে* আল্লাহ্ নির্দেশ করেছেন ঃ *"হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্কে মান্য কর, তাঁর রসুলকে মান্য কর এবং আনুগত্য কর তাদের যাঁদের উপর কর্তৃত্ব অর্পিত হয়েছে"* (*সূরা নিসা*, ৪ ঃ ৫৯)। অতএব, হযরত মোহাম্মদ (সঃ) ও *খোলাফা'য়ে রা'শেদীনের* শাসনামলে মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারী কর্মকর্তাগণ পদক্রম অনুযায়ী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে কাজের জন্য দায়ী থাকতেন। উদাহরণস্বরূপ, কার্যবিবরণী পাঠানোর মাধ্যমে আঞ্চলিক প্রশাসকগণ দায়ী থাকতেন *আল-ওয়ালী* বা প্রাদেশিক গভর্ণরের কাছে। অনুরূপভাবে, প্রাদেশিক গভর্ণরগণ দায়ী থাকতেন *খলীফা* বা রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে। অপরদিকে, *খলীফা* ও *ওয়ালী*গণ পরিদর্শনের মাধ্যমে অধঃস্তন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের তত্ত্বাবধান করতেন। *খলীফা* একই সাথে সরকার ও রাষ্ট্রের প্রধান হলেও গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করতেন *মজলিশ-ই-শুরা* বা পরামর্শদাতা পরিষদের ।

খ) ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল *খলীফা* বা রাষ্ট্রপ্রধানসহ সকল সরকারী কর্মকর্তাগণকে তাঁদের কাজের জন্য সরাসরি জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হত। খলীফা ওমর ফারুক (রাঃ) সাপ্তাহিক জুমার নামাজের সমাবেশে এবং বার্ষিক হজ্বের মহা সম্মেলনে জনগণকে তাদের নিজ নিজ এলাকায় কর্মরত প্রশাসক, প্রশাসন ব্যবস্থা বা কার্যক্রমের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকলে তা উত্থাপনে উৎসাহিত করতেন। সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসকগণ তথায় দাঁড়িয়ে সকল উত্থাপিত প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করতেন [১৬]। এতে জনগণের মধ্যে প্রশাসনের উপর তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হত এবং সরকারী আমলাগণও জনগণ এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকাশ্যে জবাবদিহি করার চেতনায় প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগে সর্তক থাকতেন। এজাতীয় একটি ঘটনায় একবার স্বয়ং খলীফা ওমর (রা)-কেই ন্যায্য পাওনার অতিরিক্ত কাপড় পরিধান করার জন্য জনগণের সামনে জবাবদিহি করতে হয়েছিল।

ইসলামী প্রশাসনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, আল্লাহ্র নির্দেশিকা ও *রসুল (সঃ)*-এর আদর্শের অনুসরণে সমাজে *ইনসাফ* প্রতিষ্ঠা করা। পবিত্র *কুরআনে* আল্লাহ্ বলেনঃ *"আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ করছেন সকল বিষয়ে 'ন্যায়বিচার' করতে এবং মানুষের 'কল্যাণ' সাধন করতে"* (*সূরা নাহল*, ১৬ঃ ৯০); এবং "আমি (আল্লাহ্) রসূলদের (পথপ্রদর্শক) *প্রেরণ করেছি ন্যায়-নীতির কিতাবসহ* (পথ-নির্দেশিকা) যাতে মানুষ (সমাজে নিজেদের মধ্যে) *'ন্যায়বিচার' কায়েম করে"* (*সূরা হাদীদ*, ৫৭ঃ ২৫)।

ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতিলাভের কারণে পরবর্তীকালে প্রশাসনের মাধ্যমে জনস্বার্থ সংরক্ষণ ও নাগরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান প্রবর্তিত হয়। এর একটি ছিল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অসাধুতা রোধ এবং ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর তৎপরতা প্রতিরোধক এবং ধর্মীয় ও নৈতিক বিধান প্রতিপালন তদারকি প্রতিষ্ঠান *আল-হিস্বা* (বাজার পরিদর্শক); [১৭] এবং অপরটি হচ্ছে, ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বেচ্ছাচারিতা সম্পর্কিত প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শ্রবণ, তদন্ত ও দ্রুত প্রতিকার বিধানের জন্য *দিওয়ান-ই-মাজালিম*

(অভিযোগ তদন্তকারী) [১৮]। এ দু'টি ছিল যথাক্রমে নাগরিক স্বার্থ সংরক্ষণকারী এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে নাগরিক প্রতিরক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান। নিম্নে এ দু'টি প্রতিষ্ঠানের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপিত হল।

আল-হিস্‌বা

আল-হিস্‌বার দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মকর্তাকে বলা হত *মুহ্‌তাসিব*। মদীনায় ইসলামী প্রশাসন প্রতিষ্ঠার পর, *রসুলে করীম (সঃ)* প্রথমদিকে এজাতীয় দায়িত্ব পালনের ভার নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছিলেন। তিনি নিজেই বাজার পরিদর্শন করেছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদেরকে ওজনে কারচুপি, ক্রেতা সাধারণের কাছ থেকে অতিরিক্ত মুনাফা গ্রহণ ও দ্রব্যসামগ্রীতে ভেজাল মিশানোর বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। কখনও কখনও মওজুতদারীর বিরুদ্ধেও কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। একদা বাজার পরিদর্শনকালে *রসুল (সঃ)* এক খাবার বিক্রেতাকে শুক্‌না গমের ভেতর ভেজা শষ্য লুকিয়ে ক্রেতা সাধারণকে প্রতারণা করার জন্য কঠোর বাক্যে ভর্ৎসনা করেছিলেন। এভাবে দ্বীনের প্রচারের সাথে সাথে, সমাজে জনস্বার্থ বিরোধী তৎপরতাকেও কঠোরভাবে দমনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। এজন্য ইসলামের ইতিহাসে তাঁকে প্রথম *মুহ্‌তাসিব* হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পরবর্তীতে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণের সাথে সাথে প্রশাসনিক কর্মকান্ডের পরিধি বিস্তৃত হলে, মদীনায় হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-কে এবং মক্কায় হযরত সাঈদ বিন আল-আস (রাঃ)-কে *মুহ্‌তাসিব* হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

খোলাফা'য়ে রা'শেদীনের শাসনামলে *মুহ্‌তাসিবের* দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত হয় এবং ইসলামী সভ্যতার পতনের পূর্ব পর্যন্ত, ইসলামী শাসনাধীন বিস্তীর্ণ এলাকায় নানা নামে *মুহ্‌তাসিব* পদটি চালু ছিল। উদাহরণস্বরূপ, বাগদাদের উত্তরাঞ্চলের প্রদেশসমূহে দায়িত্বশীল পদটি চালু ছিল *মুহ্‌তাসিব* নামে। উত্তর আফ্রিকায় এটি ছিল *সাহিব আল সুউক*, তুরস্কে ছিল *মুহ্‌তাসিব আগাজী* এবং ভারতবর্ষে *কোতোয়াল* নামে।

ইসলামী প্রশাসনে *মুহ্‌তাসিবের* অবস্থানটা ছিল অনেকটা *কাজী* ও *মাজালিমের* (আপীল আদালত) মাঝামাঝি। প্রতিটি শহরে বাজার পরিদর্শক হিসেবে নিয়োগকৃত *মুহ্‌তাসিবের* কাজ ছিল সহকারী সহযোগে নিয়মিতভাবে (কখনও প্রকাশ্যে আবার কখনও গোপনে) শহর প্রদক্ষিণ করা। পরিদর্শনকালে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানো, ওজনে কারচুপি করা বা অপরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা ছাড়াও সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা, অর্থাৎ দেশের নাগরিকগণ আইন অনুযায়ী আচরণ করছে কিনা, তাও প্রত্যক্ষ করা হত। ইব্‌নে খাল্‌দুনের বর্ণনা অনুযায়ী, বাজার পরিদর্শন ছাড়াও *মুহ্‌তাসিব* নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করতেন ঃ

১) জনসাধারণের চলাচলের রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীকে প্রতিহতকরণ;
২) মুঠে ও নাবিককে খুব ভারী বোঝা বহনে নিষিদ্ধকরণ;
৩) দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে জনগণের চলার পথে বিপদ্‌জনক ঘর-বাড়ী ভেঙ্গে ফেলার জন্য বাড়ির মালিককে নির্দেশ প্রদান;
৪) শিক্ষকগণ কর্তৃক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদেরকে শারিরীক নির্যাতন পরিহারের পরামর্শ প্রদান; এবং
৫) বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্য ও চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহ বা অন্য যে কোন বিষয়ে জনগণ প্রতারিত হওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখা, ইত্যাদি [১৯]।

আল-মাওয়ার্দীও *মুহ্‌তাসিবের* দায়িত্ব হিসেবে বেশ কিছু মানবিক ও জনকল্যাণমূলক কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করেছেন [২০]। মোটের উপর, জনস্বার্থ সম্পর্কিত যে কোন বিষয় *মুহ্‌তাসিবের* নজরে আসত বা তাঁকে রিপোর্ট করা হত, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি, সমাজকে পরিশুদ্ধকরণের ব্যাপারে দ্বীনী দায়িত্ব পালনে *আল-হিস্‌বার* ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। *কুরআনের* নির্দেশ হচ্ছে ঃ *"আমি ইহা দিগকে (মু'মিনদিগকে) পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠাদান করিলে ইহারা সালাত কায়েম করিবে, জাকাত দিবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎকার্য হইতে নিষেধ করিবে* (*সুরা হাজ্জ*,২২ঃ ৪১)। অতএব, *আদল* বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে, সমাজে *'আমল বিল্ মারুফ'* এবং *'নেকী আনিল মুন্‌কার'* (অর্থাৎ সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির উচ্ছেদ) ইসলামী প্রশাসনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সমাজের সংশোধন ও নিরাপত্তা বিধান এবং অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকান্ডে অসাধুতা ও দুর্নীতিমূলক অপরাধ প্রতিরোধের লক্ষ্যে, *মুহ্‌তাসিব* অপরাধীকে ডেকে মৌখিকভাবে সতর্ক করে দেয়া হতে শুরু করে বেত্রাঘাত, অর্থদন্ড, নির্বাসন, সাময়িকভাবে ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ ইত্যাদি যে কোন একটি বা একাধিক শাস্তি প্রয়োগ করতে পারতেন (কিন্তু অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদ বা মৃত্যুদন্ড দেবার অধিকার *মুহ্‌তাসিবের* ছিল না। এসব ছিল শুধুমাত্র *খলীফা* বা *কাজীর* এখতিয়ারাধীন)।

দিওয়ান-ই-মাজালিম

হিস্‌বা ছাড়াও ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থায় প্রশাসকদের স্বেচ্ছাচারিতা থেকে জনগণের প্রতিরক্ষামূলক *দিওয়ান-ই-মাজালিম* নামে অপর একটি প্রতিষ্ঠান সক্রিয় ছিল। *মাজালিম* ছিল জনগণের জন্য সর্বোচ্চ আপীল আদালত যা সাধারণতঃ খলীফা কর্তৃক পরিচালিত হত। হযরত (সঃ) সিপাহ্‌সালার খালিদ-ইব্‌নে-ওলীদের বিরুদ্ধে জুত্‌মা *ট্রাইবের* উত্থাপিত অভিযোগের তদন্ত ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করেছিলেন [২১]। জনৈক বেদুইনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে খলীফা ওমর (রাঃ) গাসান প্রদেশের গর্ভণর জাবাল ইব্‌নে আল-আইহাম ও জনৈক মিশরীয় নাগরিকের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মিশরের গভর্ণর আমর ইব্‌নে আল-আসের পুত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন [২২]। হযরত আলী (রাঃ) তাঁর প্রশাসনিক চিঠিতে মিশরের গভর্ণর মালিক ইব্‌নে-হারিসকে নির্দেশ করেছিলেন, "অন্যান্য কাজের ফাঁকে কিছুটা সময় তুমি দরিদ্র ও মজলুমদের জন্য বরাদ্ধ করে রাখ এবং তোমার সরকারের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ শুনার ব্যবস্থা কর। এ শ্রুতির সময় আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তুমি তাদের সাথে দয়া, সৌজন্য ও সম্মানের সাথে ব্যবহার কর। তোমার সরকার ও কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তারা যেন খোলাখুলিভাবে এবং নিঃসংকোচে তাদের বক্তব্য পেশ করতে পারে, তার স্বার্থে তোমার কর্মচারী, সৈনিক বা প্রহরীকে ঐ সময়ে সেখানে উপস্থিত থাকতে দিওনা। এটা (ন্যায়ানুগ ও *ইনসাফ* ভিত্তিক) প্রশাসনের জন্য অত্যাবশ্যক । আমি নবীজী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'ঐ সব সরকার ও ব্যক্তি মুক্তি অর্জন করতে পারেনা। যাদের কারণে দরিদ্র ও দুঃস্থদের অধিকার শক্তিমানদের হাত থেকে রক্ষিত হয় না'... যখনই তুমি অনুভব করবে যে, তোমার অফিসাররা জনগণের অভাব-অভিযোগের প্রতি অতটা সচেতন বা আগ্রহী নয়, তখনই তুমি নিজেই এতে আপন মনোযোগ নিবদ্ধ করবে ... তুমি কোনক্রমেই নিজেকে জনগণ থেকে দূরে সরিয়ে নেবে না" [২৩]।

উমাইয়া বংশের চতুর্থ খলীফা আবদ আল-মালিকের শাসনামলে তিনি একটি দিবস নির্ধারিত করেছিলেন জনগণের অভিযোগ শ্রবণের জন্য যেটা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র খলীফা ওমর ইব্‌নে আবদুল আজীজ ও তাঁর পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন যাবত অনুসৃত হয়েছিল।

পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়াতে, খলীফা কর্তৃক ন্যায়বান ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদেরকে *মাজালিম* পদে অধিষ্ঠিত করা হত। *মাজালিমকে* সহযোগিতা করার জন্য ছিল জনগণের অভিযোগ লিপিবদ্ধকারী করণিক, *ফকীহ্‌* (আইনের ব্যাখ্যাকারী) ও আইন প্রয়োগকারী যা অনেকাংশে আধুনিক *মোবাইল (ম্যাজিস্ট্রেট) কোর্টের* সাথে তুলনীয়। Reuben Levy-এর মতে, *মাজালিম* যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফয়সালা করতেন সেসবের মধ্যে ছিল ঃ

১) ইসলামী প্রজাতন্ত্রের জনসাধারণের উপর শাসন ক্ষমতার অধিকারীদের নির্যাতনমূলক আচরণ;
২) জনসাধারণের উপর কর আরোপের ক্ষেত্রে বৈষম্য বা অবিচার ;
৩) সরকারী ভাতা প্রদানে অনিয়ম;
৪) অন্যায়ভাবে দখলীকৃত সম্পত্তি অবমুক্ত করার দাবী;
৫) সুষ্ঠুভাবে আইন ও বিধি-বিধানের প্রয়োগ এবং অন্যায়কার্য প্রতিরোধ;
৬) সংঘাতে লিপ্ত উভয় পক্ষের অভিযোগ শ্রবণ ও বিবাদের মীমাংসা ;এবং
৭) সুষ্ঠুভাবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি প্রতিপালন, ইত্যাদি [২৪]।

দিওয়ান-ই-মাজালিম এর দায়িত্ব শুধু অভিযোগ শ্রবণ ও তদন্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, প্রতিকারের রায় কার্যকর করার ক্ষমতাও এর ছিল। এটি এতই শক্তিশালী ছিল যে, উপরোল্লিখিত বিষয়াদিতে ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগের অপেক্ষা না করেই, স্বীয় উদ্যোগে (*Suo moto*) তদন্ত অনুষ্ঠান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন। Grunebaum তাই *দিওয়ান-ই-মাজালিম*-কে "মাজালিম কোর্ট" বলে অভিহিত করেছেন [২৫]। এছাড়াও *মাজালিম*, *খলীফা* বা রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে তার কার্যকলাপ সম্পর্কিত নিয়মিত রিপোর্ট প্রদান করতেন [২৬]। ইসলামের ইতিহাসে এমন নজিরও রয়েছে যে, আব্বাসীয় খলীফা হারুন-অর-রশীদ কর্তৃক নিয়োগকৃত জাফর নামক একজন *মাজালিম* একদিনে প্রায় এক হাজার অভিযোগের নিষ্পত্তি করেছিলেন [২৭]। একবার খলীফা আল-মামুনের উপস্থিতিতে, জনৈক বিধবা কর্তৃক খলীফাপুত্রের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের বিচার অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে খলীফা পুত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিও কার্যকর করা হয় [২৮]।

কিন্তু কালক্রমে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী শাসনের বদলে স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠালাভের কারণে, জনস্বার্থ রক্ষাকারী *মাজালিম* ও *হিস্‌বা* প্রতিষ্ঠানদ্বয় অবহেলিত হতে থাকে।

গ) ইসলামী আকিদার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হচ্ছে *আখিরাত* বা মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও শেষ বিচারের দিন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌ কর্তৃক পার্থিব জীবনের *হিসাব* গ্রহণ। ইসলাম এই শিক্ষা দেয় যে, মানুষ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র *খলীফা* বা

প্রতিনিধি। অতএব, আল্লাহ্‌র বিধান ও *রসুল (সঃ)*-এর *তরীকা* অনুযায়ী জীবনাচরণই হচ্ছে পৃথিবীতে মানুষের একমাত্র *মিশন*।

ইসলামী প্রশাসনে জাতীয় সম্পদের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে পবিত্র *আমানত* (Trustee) হিসাবে বিবেচিত। ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, এই পবিত্র *আমানতকে* যথাযথভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে (*তাবরানী*)। হযরত (সঃ) বলেছেন, "যে শাসক /প্রশাসক জনগণের দায়িত্বে নিয়োজিত হলেন কিন্তু তাদের মঙ্গলের জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হলেন না, তিনি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবেন না"। ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থায় নিয়োজিত প্রশাসকদেরকে তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব এবং ক্ষমতা আন্তরিকতা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে প্রয়োগ করতে বলা হয়েছে-- এটা শুধু সাংগঠনিক প্রয়োজনে নয়, এটা ধর্মীয় বিধানও বটে (*বোখারী*)। *রসুল (সঃ)* বলেছেন ঃ "আল্লাহ্ এটা ভালবাসেন যে, যখন তোমাদের কেউ কোন কাজ করে, সে যেন তা যথাযথভাবে সম্পাদন করে" (*বায়হাকী*) ।

ইসলামের মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে, সার্বভৌম প্রভূ আল্লাহ্‌র *খলীফা* (প্রতিনিধি) হিসাবে সরকারী প্রশাসকগণকে তাদের কর্মের জন্য শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে, যার ভিত্তিতে তারা পরজীবনে পুরস্কৃত বা দন্ডিত হবেন (*আল-কুরআন, সুরা বাকারা*, ২ঃ২৮১; ৪ঃ৮৭)। পবিত্র *কুরআনে* ৩৪৮বার শেষ বিচারের দিবসের জবাবদিহি বা পার্থিব জীবনের হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে মানবজাতিকে সতর্ক করা হয়েছে।

শাসক-প্রশাসকদের ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য হচ্ছে, *ওয়া সুলতানোল আদিল জিল্লুল্লাহে ফিল্ আরধে*, অর্থাৎ 'ন্যায়বিচারক শাসক পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র ছায়াস্বরূপ'। অতএব, রসুল (সঃ)-এর সর্তককারী বাণী হচ্ছে, "যে সকল প্রশাসক পৃথিবীতে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন, তারা ছাড়া পরকালে বাকীদের জীবন হবে অবমাননাকর" (*ইব্‌নে তাইমিয়া*)। ইসলামের দ্বিতীয় *খলীফা* হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) রাত্রিযাপন করে জনগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন এই চেতনার দ্বারা তাড়িত হয়ে যে, 'আল্লাহ্ তাঁর প্রতিটি কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করছেন এবং সিনাই পর্বতের পাদদেশে কোন মেষপালক ও যদি অভূক্ত থাকে, তাহলে সেজন্য *খলীফাকে* শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্‌র দরবারে জবাবদিহি করতে হবে'।

উপসংহার

আধুনিক সমাজে লোক-প্রশাসনগণ জনস্বার্থ সংরক্ষণে কতদূর যত্নবান তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের জবাবদিহিতার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে প্রচলিত মতবাদসমূহের মধ্যে 'যুক্তিবাদী মতবাদ' লোক-প্রশাসকদের পেশাগত মান উন্নয়নের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে। অপরদিকে, 'পদসোপান তত্ত্ব' লোক- প্রশাসনে বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কোন একক ব্যবস্থা কোথাও পর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হয়নি। প্রশাসনের উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা বা সুষ্ঠু জবাবদিহিতার জন্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপরোল্লিখিত উভয়বিধ ব্যবস্থার সমন্বিত প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু লোক-প্রশাসনকে জবাবদিহি করার জন্য প্রচলিত ব্যবস্থাসমূহের একটি বড় অসম্পূর্ণতা হচ্ছে, গণতন্ত্রে যখন বলা হয় যে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস এবং যে জনগণকে সেবা প্রদানের নামে লোক-প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালিত, সেই জনগণের কাছে আমলাদেরকে সরাসরি জবাবদিহি করার কোন *মেকানিজম* বা কার্যকর ব্যবস্থা আধুনিক লোক-প্রশাসনে নেই। দেশের সকল কর্মকান্ডের হোতা হওয়া সত্ত্বেও মন্ত্রী পরিষদের সমন্বিত দায়িত্ববোধ এবং রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার ছদ্মাবরণে, সরকারী কর্মকর্তাগণ জনগণের কাছে জবাবদিহি করা থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করেন। অতএব, যতদিন লোক-প্রশাসকদেরকে সরাসরি জনগণের নিকট জবাবদিহি করার কোন উপায় সংযোজিত না হবে, ততদিন পর্যন্ত লোক-প্রশাসনের মাধ্যমে জনস্বার্থ সংরক্ষণ অনেকাংশে প্রত্যাশাই থেকে যাবে।

বর্তমান নিবন্ধে লোক-প্রশাসনে জবাবদিহির ব্যাপারে আধুনিক ব্যবস্থার সাথে ইসলামী ব্যবস্থার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরার প্রচেষ্টা হয়েছে। ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা হচ্ছে **ত্রি-মুখী** ঃ ক) অধঃস্তন কর্তৃক পদসোপান ভিত্তিক উর্ধ্বতনের নিকট জবাবদিহি করা ; খ) সরাসরি মক্কেল বা জনগণের নিকট জবাবদিহি করা (সাপ্তাহিক জুম্মার নামাজের সমাবেশ ও বার্ষিক হজ্জের সম্মেলনে জনতা ও প্রশাসকদের মধ্যে প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে); এবং গ) শেষ বিচারের দিন মহান প্রভূ আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহি করার চেতনা প্রসূত আচরণের মাধ্যমে।

এছাড়াও ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থায় প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধ এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে দুর্নীতি রোধের জন্য ছিল *দিওয়ান-ই-মাজালিম* ও *আল-হিস্‌বা* নামক দু'টি গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক প্রতিরক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান। আধুনিক সমাজ বিশেষতঃ বাংলাদেশের মত মুসলিম প্রধান দেশসমূহে ঔপনিবেশিক প্রশাসন কাঠামো ও দৃষ্টিভংগী প্রভাবিত

সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গণজবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে, ইসলামী ব্যবস্থাপত্র থেকে দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে অতীতের তুলনায় অনেক বেশী।

তথ্য নির্দেশনা

১. দেখুন বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতির উপর বিশ্ব ব্যাংকের গবেষণা প্রতিবেদন, *Government That Works- Reforming the Public Sector*, উদ্ধৃত হয়েছে *The Independent* (Weekend Supplement),7 June,1996 । উক্ত রিপোর্টে বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে বাংলাদেশের জনগণের প্রয়োজনে অনুকূল সাড়া দিতে পারে এমন একটি জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য জরুরী ভিত্তিতে ছয়টি ফ্রন্টে সংস্কার উদ্যোগ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।

২. Stephen P. Robbins, *The Administrative Process: Integrating Theory and Practice* (New Delhi: Prentice-Hall of India, 1979), পৃঃ ৫৫।

৩. Gary Dessler, *Organization Theory* (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1980), পৃঃ ১৯০।

৪. Stephen P.Robbins, পৃঃ ১৯-২০।

৫. L.D.White, *Introduction to the Study of Public Administ- ration*, 1949, পৃঃ ১৪৫।

6. Peter Self, *Administrative Theories and Politics*, Second Edition (New Delhi:S.Chand and Company Ltd.,by Arrange ment with George Allen and Unwin Ltd.,1977),c„.227| GQvovI †`Lyb, Carl J. Friedrich, Ò Public Policy and the Nature of Administrative ResponsibilityÓ, in Friedrich and Mason(eds.) *Public Policy* (Cambridge, Mass : Harvard University Press, 1940); Ges Herbert Finer, Ò Administrative Responsibibility in Democratic GovernmentÓ, in *Public Administration Review* (1941),p.335-50|

৭. Peter M. Blau, R.G. Francis Ges R.C.Stone তাদের পরিচালিত সমীক্ষায় উপরোক্ত মন্তব্য করেন। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন Peter M.Blau, *The Dynamics of Bureacucracy*, R.G.Francis and R.C.Stone, *Service and Procedure in Bureacucracy*, উদ্ধৃত করেছেন Michael J. Hill, *The Sociology of Public Administra- tion* (New York: Crane, Russak and Company,Inc.,1972) পৃ.৭৯।

৮. Guy Peters,*The Politics of Bureaucracy: A Comparative Perspective* (New York: Longman,1978),পৃ.২০২।

৯. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের *সংবিধান* (অনুচ্ছেদ-১১৭)।

১০. *ঐ* (অনুচেছদ-৭৭)। 'ন্যায়পাল'-এর ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন লেখকের "নাগরিক প্রতিরক্ষা ও ন্যায়পাল ঃ বাংলাদেশ ও উন্নয়নশীল বিশ্ব", *সমাজ নিরীক্ষণ*,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,২১ সংখ্যা, আগষ্ট ১৯৮৬।

১১. Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organisa tion*, উদ্ধৃত করেছেন ডঃ মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, "গণতন্ত্র, আমলাতন্ত্র ও সংবিধান", *লোক-প্রশাসন সাময়িকী*, ঢাকা, ৩য় সংখ্যা, ১৯৯১, পৃ.৬।

১২. সরকারী আমলাদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার ব্যাপারে আধুনিক গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার অকার্যকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন Ali Ahmed, *Basic Principles and Practices of Administrative Organization: Bangladesh* (Dacca: NILG, 1981),পৃ. ১৭৫-৭৬ ; ডঃ মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, "গণতন্ত্র, আমলাতন্ত্র ও সংবিধান", *লোক-প্রশাসন সাময়িকী*, ৩য় সংখ্যা, ১৯৯১, পৃঃ ৫-১০।

১৩. ডঃ মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, *ঐ*, পৃঃ ৬।

১৪. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন লেখকের "লোক-প্রশাসনে নৈতিকতা" *প্রশাসন সমীক্ষা*, ঢাকা, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৯৭।

১৫. স্বনামধন্য লোক-প্রশাসনবিদ Milton J. Esman লেখকের উপস্থিতিতে ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অর্থনীতি ও প্রশাসন' অনুষদে প্রদত্ত এক সেমিনারে এজাতীয় মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইতোপূর্বে H.J.Laski এবং D.C.Carbett নির্বাহী কর্মকর্তাদের ব্যাপারে এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, যেহেতু তারাই বাস্তবে ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন এবং যেহেতু মন্ত্রীগণ সাধারণতঃ তাদের পরামর্শ অনুযায়ীই কাজ করেন, অতএব, গণতান্ত্রিক পদ্ধতির দাবী হচ্ছে, তাদেরই সরাসরি আইন পরিষদের মাধ্যমে জনগণের কাছে জবাবদিহি করা প্রয়োজন।

১৬. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন Muhammad Al-Buraey, *Admini- strative Development : An Islamic Perspective* (London: KPl, ১৯৮৫), পৃঃ ২৫০ এবং একই পুস্তকের ১৮নং পাদটীকা, পৃঃ২৯০।

১৭. *আল-হিস্‌বা* (বাজার পরিদর্শক)-এর এব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন Al-Shaykh al-Imam Ibn Taymia, *Public Duties in Islam*, translated by Muhtar Holland and introduced by Khurshid Ahmed (Leicester, U.K.:Islamic Foundation, ১৯৮২).

১৮. *দিওয়ান-ই-মাজালিম* (অভিযোগ তদন্তকারী) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন Reuben levy, *The Social Structure of Islam* (London: Cambridge University Press, ১৯৭৯), পৃঃ৩৪৮-৪৯।

১৯. Ibn Khaldun, *The Muqaddima : An Introduction to History*, translated by Franz Rosenthal (Princeton, New Jersy: Princeton University Press, ১৯৬৭), পৃঃ ১৭৮-৭৯।

২০. Al-Mawardi, *Al-Ahkamus Sultaniyeh*, বিংশতম অধ্যায়। আরও দেখুন মফিজুল্লাহ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ* (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃঃ ৯৪-৯৫।

২১. Naim Nusair, Ò in The Islamic External Critics of Public Administration : A Comparative PerspectiveÓ, *The American Journal of Islamic Social Sciences* (July ১৯৮৫),।

২২. *ঐ*।

২৩.

২৪. হযরত আলী (রাঃ), *একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক চিঠি*, শামসুল আলম সম্পাদিত (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩), পৃঃ ২৩-২৫।

২৫. Reuben Levy, *ঐ*, পৃঃ ৩৪৮-৩৪৯।

২৬. E.Von-Grunebaum, *Islam: Essays in the Nature and Growth of the Cultural Tradition*, Second Edition (London: Routledge, ১৯৬৯), পৃঃ ১৩৩।

২৭. Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam* (London: Christophers, ১৯৬১), পৃঃ ২৮৪, S.M. Imamuddin, *Arab Muslim Administration* (Karachi : S.M.Khurshid Iman, ১৯৭৬),পৃঃ ৫-৬।

২৮. S.A.Q.Husaini, *Arab Administration*, Sixth Edition (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, ১৯৭০), পৃঃ ১৯১।

২৯. Al- Mawardi, *Al- Ahkamus Sultaniyeh*, উদ্ধৃত করেছেন Naim Nusair, পূর্বোক্ত।